খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজি নং S/73377 under WB Act XXVI of 1961

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯, ফোন ঃ 65100696

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com

Website : www.jagadbandhualumni.com

Facebook : www.facebook.com/jbialumni

Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

RNI No.WBBEN/2010/32438IRegd.No.:KOL RMS/426/2014-2016

● Vol 03 ● Issue 8 ● August 2014 ● Price Rs. 2.00

ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী

অনন্ত সুখ স্মৃতির মুহূর্ত স্থিতি-ই হল ফটোগ্রাফি। আমরা বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন বেশ কিছু দিন ধরেই ফটোগ্রাফি আড্ডা ছবি দেখা আর টিপস নিয়ে কাটিয়েছি। আর সেই আড্ডা থেকে উঠে এসেছে এক নতুন ভাবনা আমাদের প্রাক্তনীদের তোলা ছবি নিয়ে একটা ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী। পরিচালন সমিতির অনুমোদনে তা বাস্তব রূপ পেয়েছে। গত ১৫ অগাস্ট ২০১৪ সকাল সাড়ে দশটায় অ্যালমনির ঘরেই ভারতের স্বাধীনতার মুক্তির আনন্দ আহ্লাদকে ভাগ করতেই এই দিনকে বাছা হয়েছে। এই প্রদর্শনীটি ৩১ অগাস্ট অ্যালমনির অফিসে অ্যালমনির নির্দিষ্ট সময় খোলা থাকবে। অ্যালমনির সময় বুধবার সন্ধ্যা ৭-৩০ থেকে ৮-৩০ এবং রবিবার সকাল ১১ থেকে ১২-৩০। আপনি

২১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা — একটি প্রতিবেদন

গত ২০ জুলাই ২০১৪, রবিবার সন্ধ্যায় স্কুলের ৪২ নম্বর ঘরে অ্যাসোসিয়েশনের একুশতম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল। সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটের কোরাম না হওয়ায় সভাপতির ঘোষণা অনুসারে ৭-০০ টায় এই সভা বসে। বার্ষিক সভাটি পরিচালনা করেন সভাপতি প্রবীর কুমার সেন '৫৮, সেই মঞ্চে ছিলেন সহ সভপতিদ্বয় অশোক কুমার ঘোষ '৬৪ ও দীপাঞ্জন বসু '৬৪, সম্পাদক রজত ঘোষ '৮৫, কোষাধ্যক্ষ শান্তনু চট্টোপাধ্যায় '৮৩ এবং প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ কুমার সিংহ '৫৩। সবাইকে স্বাগত।

গত ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয়, অনুমোদন করেন রজত সেন '৫৬ এবং পার্থ রায় '৮৭ সমর্থন করেন।

সম্পাদক ২০১৩-২০১৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন যা দেবপ্রসন্ন সিংহ অনুমোদন করেন এবং ত্রিলোকেশ কুণ্ডু সমর্থন করেন।

সম্পাদক প্রাতঃবিভাগের দুস্থ ছাত্রদের আর্থিক অনুদানের আবেদন করেন, ছাত্র প্রতি বার্ষিক ৬০০০ টাকা, এতে ছাত্রদের সারা বছরের বইখাতা, স্কুলের মাইনে, পোশাক ইত্যাদির খরচ বহন করা যাবে।

এরপর অডিটর স্বাক্ষরিত বার্ষিক হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ শান্তনু চট্টোপাধ্যায় এবং অত্যন্ত সন্তোষজনক ভাবে তা অনুমোদিত হয়, অরুণ কুমার বসাক '৬৩ অনুমোদন এবং ত্রিলোকেশ কুণ্ডু '৮৭ সমর্থন করেন।

আগামী আর্থিক বছরে ২০১৪-২০১৫ এর জন্য বর্তমান অডিটর শ্রী এম. এন. মিত্র, (চার্টার্ড একাউনটেন্ট) মহাশয়কেই সভায় সবার সম্মতিক্রমে পুনরায় নিয়োগ করা হয়। শ্রী মিত্রের পারিশ্রমিক ২৫০০ টাকা স্থির করা হয়।

মেমোরেনডাম রেগুলেশন অফ দি অ্যাসোসিয়েশন সংশোধন পর্বে রজত সেন '৫৬ বেশ কিছু প্রসঙ্গে মূল্যবান তথ্য পরিমার্জন ও সংযোজন করেন।

এই প্রসঙ্গে মতামত জ্ঞাপন করেন দিলীপ কুমার সিংহ, দেবপ্রসন্ন সিংহ, প্রবীর সেন, অশোক ঘোষ।

দীপাঞ্জন বসু, একটি সংশোধন-এর বিষয়ে সভায় উপস্থিত সব সদস্যের মতামত জানতে চান। অ্যাসোসিয়েশনের কার্য পরিচালন সমিতির সমস্ত পদাধিকারীদের দু-বছরের একটি মেয়াদের পর বাধ্যতামূলকভাবে কার্য পরিচালন সমিতির সদস্য হিসাবে থাকা চলবে না, এমনকী তারা নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এই বাবদ যে সংশোধনী আনা হয়েছিল সে বিষয়ে শ্রী বসু তার বিপরীত মত পোষণ করেন ও সদস্যদের মত জানতে চান। উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত এই সংশোধনীর বিপক্ষে যায় এবং এই সংশোধনীর প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। শ্রী দেবপ্রসন্ন সিংহ আগাগোড়া এই সংশোধনীর পক্ষে তার যুক্তি পেশ করেন এবং শেষ পর্যন্ত এই সংশোধনীর পক্ষে নিজের অবস্থানে অনড় থাকেন, যদিও প্রস্তাবটি খারিজ হয়ে যায়।

উপস্থিত সকলকে সভাপতি প্রবীর কুমার সেন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উপস্থিত ৩৬ সদস্যদের মধ্যে ১৯৪৬ এর সদস্য যেমন ছিল ২০১১ সালের ছাত্র, এই দিক দিয়ে উপস্থিতির এক সার্বিকতা চোখে পড়ে। সুরেশের মিষ্টি, নোনতা, উজ্জলার চানাচুর, কৈলাশের চা সব মিলিয়ে মধুর সমাপন ঘটে।

এই সংখ্যাটি অঙ্কন মিত্র, ২০০২ সৌজন্যে মুদ্রিত।

অ্যালমনি পুরস্কার ২০১৪

৮০ শতাংশ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রদের জন্য

বর্তমান ছাত্রদের যারা মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৮০ শতাংশ নম্বর পেয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উন্নীত হয়েছে তাদের জয়যাত্রাকে স্বাগত জানাতে প্রাক্তন ছাত্রদের প্রদত্ত অ্যালমনি পুরস্কার এ বছর পাচ্ছে

মাধ্যমিক	ঋক ধর্মপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	656	93·71 %
	দেবজিৎ পাল	644	92·00 %
	সৌরভ দাস	632	90·28 %
	প্রতীক কুণ্ডু	631	90·14 %
	সৌম্যজিৎ গায়েন	627	89·57 %
	বিশাল দে	627	89·57 %
	সৌরভ শীল	627	89·57 %
	রাহুল সরকার	627	89·57 %
	মৈনাক নস্কর	626	89·42 %
	সায়ন্তন বন্দ্যোপাধ্যায়	622	88·85 %
	নিলয় সরকার	617	88·14 %
	পল্লব চৌধুরী	603	86·14 %
	আকাশ মাজি	602	86·00 %
	আকাশ দে	601	85·85 %
	অয়ন সিংহ	594	84·85 %
	কৌশিক ভৌমিক	583	83·28 %
	প্রতিম মণ্ডল	572	81·71 %
	সূর্যদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায়	566	80·85 %
	জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়	565	80·71 %
	অনিন্দ্য দাস	560	80·00 %
	সায়ন নন্দী	560	80·00 %
উচ্চমাধ্যমিক (বিজ্ঞান)	সৌম্য মণ্ডল	427	85·4 %
	দেবাশিস মাইতি	421	84·2 %
	অর্ণব দে	414	82·8 %
	শৌভিক নাথ	410	82·00 %
	সন্দীপন মণ্ডল	405	81·00 %
	শুভজিৎ হোড়	402	80·04 %
	সুরজিৎ ঘোষ	402	80·04 %

প্রাক্তন ছাত্রদের দেওয়া বিবিধ স্মারক বৃত্তি ও পুরস্কার

শিক্ষা সহায়ক বৃত্তি (প্রাথমিক বিভাগ)

২০১১ সাল থেকে এই বিষয়ক একটি তহবিল গড়া হয়েছে, সেখান থেকে প্রাপ্ত সুদে প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষের শুরুতে প্রাথমিক বিভাগের বিদ্যোৎসাহী এবং আপাত অসচ্ছল ছাত্রদের এই বৃত্তি মোট ৯০০০ টাকা দেওয়া হয়ে থাকে। ২০১৪ সালে জানুয়ারি মাসে যাদের এই বৃত্তি দেওয়া হয়েছিল—

নয়ন মান্না (প্রথম শ্রেণি)
সায়ন মান্না (প্রথম শ্রেণি)
শমীক ভট্টাচার্য (প্রথম শ্রেণি)
দীপ হালদার (তৃতীয় শ্রেণি)
প্রীতম চৌধুরি (চতুর্থ শ্রেণি)
বিশ্বজিৎ চৌধুরি (চতুর্থ শ্রেণি)

বেলা রায় স্মারক বৃত্তি

প্রাতঃবিভাগের প্রয়াত প্রাক্তন শিক্ষয়িত্রী বেলা রায়ের স্মৃতিতে এই বৃত্তিটি দিচ্ছেন ওঁনার বোন হাসি মিত্র। চতুর্থ শ্রেণির প্রথম হওয়া ছাত্র এই স্মারক বৃত্তিটি পাবে। ৫০০ টাকার এই বৃত্তি পাচ্ছে আকাশ ঘোষ ও অর্ণব পাল।

লেখা সিংহ স্মারক বৃত্তি

প্রাতঃবিভাগের ছোটোদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিত্রকর এই বৃত্তিটি পাবে। ২০০৯ সালেই বৃত্তিটির প্রচলন করেন হাসি মিত্র। এই (৫০০ টাকার) বৃত্তিটির প্রাপক চতুর্থ শ্রেণির শ্রীমন্ত মণ্ডল।

সুনীল কুমার বোস স্মারক বৃত্তি

প্রাক্তন সভাপতির স্মৃতিতে ওঁনার ভাই সমীর কুমার বোস ২০১০ সাল থেকে পঞ্চম শ্রেণির প্রথম স্থানাধিকারী এবারের প্রাপক অর্ণব কুমার করণের জন্য ৮০০ টাকার বৃত্তিটি দিচ্ছেন।

নারায়ণ দাস বসু স্মারক বৃত্তি

প্রাক্তন শিক্ষক নারায়ণ দাস বসু-কে শ্রদ্ধা জানিয়ে ভাস্কর রায় এবং দেবাশিস চৌধুরি '৬৭ এই বৃত্তিটি প্রচলন করেন। বিদ্যোৎসাহী এবং আপাত অসচ্ছল ছাত্র ৯৫০ টাকার এই বৃত্তিটি পাবে। এ বছরের প্রাপক ষষ্ঠ শ্রেণির অভিষেক ঘোষ।

শচীন্দ্রনাথ রায় স্মারক বৃত্তি

জগদ্বন্ধু রায়ের পৌত্র শচীন্দ্রনাথ রায়ের পুত্র সৌমিত্র রায় '৭৩ সালের ছাত্র, ষষ্ঠ শ্রেণির প্রথম হওয়া ছাত্রের জন্য বৃত্তিটির (১০০০ টাকা) প্রচলন করেন। এই বছর বৃত্তিটির প্রাপক সন্দীপ ঘোষ।

হরিসাধন ঘোষ স্মারক বৃত্তি

শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, তাঁর নামেই বৃত্তিটির প্রচলন করলেন এক প্রাক্তনী, ষষ্ঠ শ্রেণির সর্বাপেক্ষা বিদ্যানুরাগী এবং আপাত অসচ্ছল ছাত্রের জন্য এই এককালীন বৃত্তি ১০০০ টাকা। এ বছরের প্রাপক সুমন পাত্র।

কল্যাণ মৈত্র স্মারক বৃত্তি

কল্যাণ মৈত্র '৫৩ এঁর স্মৃতিতে ওঁনার স্ত্রী অরুণা মৈত্র ২০১১ সাল থেকে সপ্তম শ্রেণির প্রথম স্থানাধিকারীর জন্য বৃত্তিটি দিচ্ছেন। সাগ্নিক কুমার ঘোষ এবছর ১০০০ টাকার বৃত্তিটি পাচ্ছে।

প্রমথ বন্ধু দে স্মারক বৃত্তি

'৫৫ সালের জনৈক প্রাক্তনী তাঁর মাস্টারমশাই-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই বৃত্তিটির প্রচলন করলেন ২০১৩ সালে। সপ্তম শ্রেণির সর্বাপেক্ষা আগ্রহী এবং আপাত অসচ্ছল ছাত্রের জন্য এই বৃত্তি ১০০০ টাকা। এ বছর এই বৃত্তিটির প্রাপক বৃন্দাবন মণ্ডল।

সুরেন্দ্রনাথ দাস স্মারক বৃত্তি

রবিশঙ্কর নস্কর '৫৮, ওনার মাস্টারমশাই-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই বৃত্তিটির প্রচলন করেন। অষ্টম শ্রেণির প্রথম হওয়ায় সৌরদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বছর এই বৃত্তিটি ৯৫০ টাকা পাবে।

হীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ ও উষারানী ঘোষ স্মারক বৃত্তি শমীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ ১৯৫৬, ওনার বাবা এবং মা-র স্মৃতিতে এই বৃত্তি প্রচলন করলেন ২০০৯ সাল থেকে। স্কুলে পাঠরত ছাত্রদের মধ্যে মেধাবী অথচ আপাত অসচ্ছল ছাত্রের জন্য এই বৃত্তি ১৫০০ টাকা। এ বছরের প্রাপক অষ্টম শ্রেণির স্বস্তিক দাশ।

পূর্ণিমা দেবী স্মারক বৃত্তি

১৯৭১ সালের ছাত্র আশিস ভট্টাচার্য এই স্মারক বৃত্তিটির প্রচলন করেছেন ২০০৬ থেকে, নবম শ্রেণির প্রথম স্থানাধিকারীর জন্য। এ বছরের প্রাপক অর্ণব দে বৃত্তিমূল্য ৫০০ টাকা।

বিষ্ণুপদ সিংহ ও সরযূবালা সিংহ স্মারক বৃত্তি

স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক বিষ্ণুপদ সিংহ এবং ওঁনার স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ওঁদের মেয়ে হাসি মিত্র এই বৃত্তিটির প্রচলন করেন ২০০৫ সালেই। প্রসঙ্গত বলে রাখি, হাসি মিত্রের তিন ভাই-ই অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য। নবম শ্রেণির যে ছাত্র ইংরেজিতে সর্বোচ্চ নম্বর পাবে সেই হবে এই বৃত্তির প্রাপক। বৃত্তির মূল্য ৫০০ টাকা। এই বৃত্তিটির প্রাপক অর্ণব দে (৭৭)।

হীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ ও উষারানী ঘোষ স্মারক বৃত্তি

শমীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ ১৯৫৬, ওনার বাবা এবং মা-র স্মৃতিতে এই বৃত্তি প্রচলন করলেন ২০০৯ সাল থেকে। স্কুলে পাঠরত ছাত্রদের মধ্যে মেধাবী অথচ আপাত অসচ্ছল ছাত্রের জন্য এই বৃত্তি। এ বছরের প্রাপক নবম শ্রেণির রঞ্জিত হালদার। বৃত্তি মূল্য ১৫০০ টাকা।

বিমল কৃষ্ণ মিত্র এবং বিমলা মিত্র স্মারক বৃত্তি

১৯৫৬ সালের ছাত্র শমীন্দ্র চন্দ্র ঘোষের স্ত্রী কৃষ্ণা ঘোষ এই বৃত্তিটি প্রচলন করেছেন ২০০৯ থেকে। আমাদের স্কুলে দশম শ্রেণিতে পাঠরত ছাত্রদের মধ্যে মেধাবী অথচ আপাত অসচ্ছল ছাত্রের জন্য এই বৃত্তি। এই বছর এই বৃত্তিটির প্রাপক রিপণ দাশ।

চণ্ডীদাস বাগচি স্মারক বৃত্তি

আমাদের প্রাক্তন সভাপতি চণ্ডীদাস বাগচির পুত্র জয়মাল্য বাগচি ২০১১ সালে এই স্মারক বৃত্তিটি প্রচলন করেন। মাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকঋক ধর্মপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য ৫০০০ টাকার এই বৃত্তি।

কুলদারঞ্জন দে স্মারক বৃত্তি

দেবদীপ দে ১৯৮৭, ওনার বাবার স্মৃতিতে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরেজিতে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকের জন্য ৫০০ টাকার এই বৃত্তিটি প্রচলন করেন ২০০৯ সালে। ৯২ নম্বর পেয়ে ঋক ধর্মপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই বৃত্তিটি পাবে।

কার্তিক চন্দ্র সেন স্মৃতি পুরস্কার

সুব্রত কুমার সেন ১৯৮০ ও শান্তনু সেন ১৯৯০, ২০০০ সাল থেকে এঁরা কার্তিক চন্দ্র সেন স্মৃতি পুরস্কার দিচ্ছেন। মাধ্যমিক পরীক্ষায় অঙ্কতে লেটার মার্কস সহ সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক এই পুরস্কারটি পাবে। এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১০০ নম্বর পেয়ে এবার পুরস্কার পাচ্ছে দেবজিৎ পাল ও সৌম্যজিৎ গায়েন।

সুনন্দা দেবী স্মারক বৃত্তি

এই বৃত্তিটির জ্ঞাপক আশিস ভট্টাচার্য ১৯৭১, মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞানে লেটার মার্কস সহ সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক এই ৫০০ টাকার স্মারক বৃত্তিটি পাবে। এ বছরের এই বৃত্তিটি পাচ্ছে ৯৭ নম্বর পেয়ে বিশাল দে।

ভৌতবিজ্ঞানে বৃত্তি

দেবপ্রকাশ চক্রবর্তী ১৯৬২ মাধ্যমিকে লেটার মার্কস সহ ভৌতবিজ্ঞানে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকের জন্য এই বৃত্তিটি দিচ্ছেন। এ বছর ১০০ নম্বর পেয়ে এই বৃত্তিটি পাচ্ছে রাহুল নস্কর। বৃত্তিমূল্য ৩০০ টাকা।

অনিলা রায় চৌধুরি স্মারক বৃত্তি

তপেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরি ১৯৫৩। ওনার প্রয়াত মা-এর স্মরণে একটি বৃত্তি প্রবর্তন করেছেন। প্রাপক মাধ্যমিক ইতিহাসে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত নম্বর ৯২। ঋক ধর্মপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৯২ নম্বর পেয়ে পাচ্ছে এ বছরের এই স্মারক বৃত্তি।

অজিত সেন স্মারক বৃত্তি

অরবিন্দ সেন ১৯৬৭, ২০০৩ সালে তার পিতা অজিত সেনের স্মৃতিতে এই বৃত্তিটি প্রবর্তন করেছেন। বৃত্তিমূল্য ৫০০ টাকা। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভূগোলে লেটার মার্কস সহ সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক এই বৃত্তি পাবে। ৯৫ নম্বর পেয়ে সৌরভ দাশ এই বৃত্তিটি পাবে।

পারমিতা মজুমদার স্মারক বৃত্তি

এই স্কুলের উচ্চ মাধ্যমিক পাঠরত ছাত্রদের মধ্যে এই স্কুলেরই মাধ্যমিকে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকের জন্য এই বৃত্তি। সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত পুরস্কারের প্রবর্তন করেছিলেন স্বর্গীয় সদস্য অমল মজুমদার '৪৯, ওঁনার ছোটো মেয়ের নামে ১৯৯৮ সাল থেকে। এর অর্থমূল্য ১০০০ টাকা। এবার এই বৃত্তি পাচ্ছে ঋক ধর্মপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমানে এই বৃত্তিটি দিচ্ছেন ওঁনার মেয়ে অনিন্দিতা দাশগুপ্ত।

ননীবালা-গিরিবালা স্মৃতি পুরস্কার

সদস্য তরুণকান্তি তালুকদার ১৯৫০। ওনার মা ননীবালা তালুকদার এবং মাতৃসমা গিরিবালা দেবীর নামে চারটি স্মৃতি পুরস্কার দিচ্ছেন। প্রতি বছর নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য ছাত্ররা এই ননীবালা-গিরিবালা স্মৃতি পুরস্কার পায়। আর্থিক পুরস্কার সহ একটি ফলক।

ঋক ধর্মপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সায়ন্তন বন্দ্যোপাধ্যায় মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক।

সুমন মণ্ডল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক।

অর্ণব দে লেখাপড়ায় ধারাবাহিকতার জন্য।

শুভঙ্কর নাথ লেখাপড়া ছাড়া অন্য বিষয়ে (মূকাভিনয়) দক্ষতায় স্বীকৃতি।

সন্তোষ কুমার দত্ত স্মারক বৃত্তি

বিশ্বজিৎ দত্ত ১৯৬৮ ওর বাবার স্মৃতিতে এই বৃত্তিটির প্রচলন করেন ২০০৭ সালে। একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক হিসেবে এই বছর বৃত্তিটি পাচ্ছে প্রত্যুষ ঘোষ।

দেবেন্দ্রনাথ সমাদ্দার স্মারক বৃত্তি

একাদশ শ্রেণিতে গণিত বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকের জন্য '৬৭ সালের দেবাশিস চৌধুরি এবং ভাস্কর রায় ওদের মাস্টারমশাই-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই বৃত্তি ৯৫০ টাকা প্রচলন করেন। এই বছর এই বৃত্তিটি পাচ্ছে প্রত্যুষ ঘোষ।

অহিভূষণ দাশগুপ্ত স্মারক বৃত্তি

প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক অহিভূষণ দাশগুপ্ত-কে শ্রদ্ধা জানিয়ে ভাস্কর রায় এবং দেবাশিস চৌধুরি '৬৭ এই বৃত্তিটি ৯৫০ টাকা প্রচলন করেন। বিদ্যোৎসাহী এবং আপাত অসচ্ছল ছাত্র এটি পাবে। একাদশ শ্রেণির বাণিজ্য বিভাগে এ বছরের প্রাপক (নাম পরে ঘোষিত হবে)।

ইন্দিরা দত্ত স্মারক বৃত্তি

বিশ্বজিৎ দত্ত, ১৯৬৮ সালের ছাত্র, ওর মা-র স্মৃতিতে বৃত্তিটির প্রচলন করেন ২০০৭ সাল থেকে। একাদশ শ্রেণির বাণিজ্য বিভাগে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক এই বৃত্তিটি পাবে। ২০১৪ সালে এই বৃত্তিটি পাচ্ছেপার্থসারথি মাইতি ।

দেবেন্দ্রনাথ সমাদ্দার স্মারক বৃত্তি

বৈদ্যনাথ দত্ত '৬৭ শিক্ষক দেবেন্দ্রনাথ সমাদ্দারের স্মৃতিতে এই বৃত্তিটি ৯৫০ টাকা প্রচলন করেন। শিক্ষানুরাগী এবং আপাত অসচ্ছল ছাত্র এই বৃত্তিটি পাবে। একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগে এ বছরের প্রাপক (নাম পরে ঘোষিত হবে)।

ক্ষিতীশচন্দ্র দে স্মারক বৃত্তি

রণধীর দে ১৯৬৫, ওঁর পিতার স্মৃতিতে একটি বৃত্তি প্রবর্তন করছেন ২০০৫ সাল থেকে, বৃত্তিমূল্য ১০০০ টাকা। উচ্চমাধ্যমিকে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক সৌম্য মণ্ডল এই বৃত্তি পাচ্ছে।

চণ্ডীদাস বাগচি স্মারক বৃত্তি

আমাদের প্রাক্তন সভাপতি চণ্ডীদাস বাগচির সুযোগ্য পুত্র জয়মাল্য বাগচি ২০১১ সালে এই স্মারক বৃত্তিটি প্রচলন করেন। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় স্কুলে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকের জন্য ১০,০০০ টাকার এই বৃত্তি। এ বছর এই বৃত্তিটি পাচ্ছে সৌম্য

মণ্ডল।

জ্যোতিভূষণ চাকী স্মারক বৃত্তি

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাষা বিভাগে (বাংলা ও ইংরেজি) সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকের এই ৯৫০ টাকা বৃত্তিটির প্রচলন করেন ওঁনার দুই ছাত্র '৬৭ সালের ভাস্কর রায় এবং দেবাশিস চৌধুরি। এ বছর (বাংলায় ৭৪ ও ইংরেজিতে ৮৩) ১৫৭ নম্বর পেয়ে এই বৃত্তিটি পাচ্ছে সন্দীপণ মণ্ডল (বিজ্ঞান)।

লাবণ্যপ্রভা ঘোষ স্মারক বৃত্তি

সদস্য সুকমল ঘোষ ১৯৬৯ ওঁর মা-এর স্মৃতিতে একটি বৃত্তি প্রবর্তন করছেন ২০০০ সালে, মূল্য ১০০০ টাকা। স্কুলে উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক এই স্মারক বৃত্তিটি পাবে। এবারের প্রাপক সৌম্য মণ্ডল।

কাজল বল স্মারক বৃত্তি

প্রাক্তন শিক্ষক প্রয়াত কাজল বলের স্মৃতিতে এই বৃত্তিটি প্রচলন করেছেন ওনার স্ত্রী স্কুলেরই প্রাক্তন শিক্ষিকা কল্যাণী বল। উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দেবাশিস মাইতি এই বৃত্তিটি পাচ্ছে। এ বছর এর বৃত্তিমূল্য ৮৫০ টাকা।

শিবনারায়ণ চৌধুরি স্মারক বৃত্তি

তপেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরি ১৯৫৩, ওঁর পিতার স্মরণে একটি বৃত্তি প্রবর্তন করেছেন। এই বৃত্তি প্রাপক হবে উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞানে তৃতীয় স্থানাধিকারী। এবারে এই পুরস্কারের প্রাপক অর্ণব দে। এর বৃত্তিমূল্য ৫০০ টাকা।

সুধারানি ঘোষ স্মারক বৃত্তি

উচ্চমাধ্যমিক বাণিজ্য প্রথম তিনজনকে এককালীন বৃত্তি দিয়ে আশীর্বাদ জানাতে চান অশোক কুমার ঘোষ ১৯৬৪। তার মায়ের নামে প্রদত্ত এই বৃত্তির অর্থমূল্য যথাক্রমে ০০০, ০০০ এবং ০০০টাকা। প্রাপক দেবাশিস দাশ (৩৫৮), সুমন মণ্ডল (৩৫১) ও কৌশিক দাশ (৩৩৮)।

বিষ্ণুপদ সিংহ স্মারক বৃত্তি

স্কুলের ইংরেজিতে প্রাক্তন প্রয়াত শিক্ষক বিষ্ণুপদ সিংহের স্মরণে তাঁর পুত্রেরা দিলীপ কুমার সিংহ ১৯৫৩, দেবপ্রসন্ন সিংহ ১৯৬৭ ও দেবদত্ত সিংহ ১৯৬৯ একটি স্মারক বৃত্তি ২০০০ সালে প্রবর্তন করেছেন। প্রতি বছর উচ্চমাধ্যমিকে ইংরেজিতে সর্বোচ্চ নম্বর জ্ঞাপক এই বৃত্তিটি পাবে। বৃত্তিমূল্য ৫০০ টাকা। ৮৪ নম্বর পেয়ে এই বৃত্তির এবারের প্রাপক প্রসেনজিৎ শিকদার।

শেফালী গণ স্মারক বৃত্তি

শিবদাস গণ ১৯৫৬ সালের ছাত্র। তিনি ওনার মা-এর স্মৃতিতে একটি বৃত্তি দিয়ে আসছেন ২০০০ সাল থেকে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় লেটার মার্কস সহ অঙ্কে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক পাবে এই বৃত্তি। ৮০ নম্বর পেয়ে এ বছর বৃত্তিটির প্রাপক দেবাশিস মাইতি। বৃত্তিমূল্য ৫০০ টাকা।

ড. আনন্দমোহন ঘোষ স্মারক বৃত্তি

আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রয়াত ড. আনন্দমোহন ঘোষের পুত্র কণাদ ঘোষ ও কন্যা সুদেষ্ণা ঘোষ তাঁদের পিতৃদেবের স্মৃতিতে স্মারক বৃত্তি ২০০৪ সালে প্রবর্তন করেন। প্রতি বছর উচ্চমাধ্যমিকে পদার্থবিদ্যায় লেটার মার্কস সহ সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক এই ৮০০ টাকার বৃত্তিটি পাবে। ৯৫ নম্বর পেয়ে এ বছরে বৃত্তি প্রাপক দেবাশিস মাইতি ও সৌভিক নাথ।

সুবিমল গুপ্ত স্মারক বৃত্তি

২০০১ সালে ধ্রুবজ্যোতি গুপ্ত ১৯৬৮ এবং অমরজ্যোতি গুপ্ত ১৯৭০। ওদের বাবার স্মৃতিতে এই স্মারক বৃত্তি প্রবর্তন করেছেন। প্রতি বছর উচ্চমাধ্যমিকে রসায়নে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক এই বৃত্তিটি পাবে। মূল্য ১০০০ টাকা, এই বছর বৃত্তিটি পাচ্ছে দেবাশিস মাইতি (৯৭)।

রামকুমার সেন স্মৃতি পুরস্কার

২০০২ সাল থেকে সুব্রত কুমার সেন ১৯৮০ এবং শান্তনু সেন ১৯৯০ সালের ছাত্র তাদের বাবার স্মৃতিতে এই পুরস্কারটি দিয়ে আসছেন। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাশি বিজ্ঞানে এ বছর কোন প্রাপক নেই।

মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বৃত্তি

মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিরক্ষা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত এই পুরস্কার উচ্চমাধ্যমিকে জীব বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকের জন্য। ৯৮ নম্বর পেয়ে এ বছর এই বৃত্তির প্রাপক অর্ণব দে ও সায়ন দেবনাথ। বৃত্তিমূল্য ৫০০ টাকা এবং একটি স্মারক।

অধ্যাপক সুধীর কুমার দত্ত স্মারক বৃত্তি

সমীরেন্দু দত্ত ১৯৫৪ ওনার পিতা অধ্যাপক সুধীর কুমার দত্তের স্মরণে এই বৃত্তি প্রবর্তন করেছেন ১৯৯৯ সালে। হিসাবশাস্ত্রে লেটার মার্কস সহ উচ্চমাধ্যমিকে ৭৫শতাংশ পাওয়া ছাত্রের জন্য। এ বছর এই বৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় নম্বর না পাওয়ায় পুরস্কার দেওয়া হল না।

অমূল্য কুমার মুখোপাধ্যায় স্মারক পুরস্কার

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ১৯৬৪। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় হিসাবশাস্ত্রে সর্বোচ্চ (৯০ শতাংশ বা তার বেশি) নম্বর প্রাপকের জন্য এই বৃত্তিটির প্রচলন করেছেন। এ বছর এই বৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় নম্বর না পাওয়ায় পুরস্কার দেওয়া হল না।

অমল মজুমদার স্মারক বৃত্তি

অমল মজুমদারের ১৯৪৯ মেয়ে অনিন্দিতা দাশগুপ্ত প্রবর্তন করেন, উচ্চতর শিক্ষায় সামান্য আর্থিক সহায়তার জন্য। এ বছর ১০০০ টাকার এই বৃত্তিটি দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের যে ছাত্র পাবে তার নাম পরে ঘোষিত হবে।

পি. জি. দেওয়ান স্মারক বৃত্তি

সন্দীপ চক্রবর্তী '৯২ এই বৃত্তিটির প্রচলন করলেন ২০১৪ সালে। দ্বাদশ শ্রেণির বাণিজ্য বিভাগে পাঠরত বিদ্যানুরাগী আপাত অসচ্ছল ছাত্র ১০০০ টাকার এই বৃত্তিটি পাবে। এবছর এটির প্রাপক দেবায়ন ভট্টাচার্য।

ছাত্র-শিক্ষা সহায়ক বৃত্তি

প্রাক্তন ছাত্রদের বিশেষ করে সৌমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ১৯৬৫ অনুদানে গড়ে উঠেছে এই বিশেষ ফান্ড। স্কুলের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী ও আপাত অসচ্ছল ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষার আংশিক আর্থিক সহায়তা দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। এই বছর আর্থিক অনুদান ৮০০০ টাকা ভাগ করে পাচ্ছে রাজ হালদার, সৌরভ সাহা, শুভঙ্কর দাস।

শ্যামল দত্ত রায় স্মারক বৃত্তি

আমাদের বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক বিশিষ্ট চিত্রকর শ্যামল দত্ত রায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে এই বৃত্তি। প্রতি বছর আমাদের বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজার আমন্ত্রণ পত্রে মুদ্রণের জন্য নির্বাচিত সর্বশ্রেষ্ঠ আঁকা ও হাতের লেখার জন্য বৃত্তিটি। এবারের বৃত্তি পাবে যথাক্রমে দীপঙ্কর মাহাতো ও অভিজিৎ পাশোয়ান। বৃত্তিমূল্য ৪২৫ টাকা করে।

অ্যালমনি অ্যাওয়ার্ড সারস্বত সাধনার ক্ষেত্রে বিরল কৃতিত্বে স্বীকৃতিতে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদত্ত হয়ে আসছে ২০০১ সাল থেকে। এ বছর কোনো ছাত্র এই নম্বর না-পাওয়ায় তা দেওয়া সম্ভব হল না।